ফণি-মনসা

নজরুল ইসলাম

বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস,
১৯৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

পাঁচসিকা।

প্রকাশক—
কাজী নজরুল ইস্‌লাম
বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস
১৯৩ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই

১।	সর্ব্বহারা	...	...	১।৵০
২।	ছায়ানট	...	...	১।০
৩।	দুর্দ্দিনের যাত্রী	...	...	।৵০
৪।	রাজবন্দীর জবানবন্দী	...	...	৵০
৫।	সঞ্চিতা (যন্ত্রস্থ)	...	..	১৸০
৬।	রুদ্র-মঙ্গল	...	...	॥০

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ।
প্রকাশ প্রেস।
৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রাবণ—১৩৩৪

সব্যসাচী

ওরে ভয় নাই আর, দুলিয়া উঠেছে হিমালয়-চাপা প্রাচী !
গৌরীশেখরে তুহিন ভেদিয়া জাগিছে সব্যসাচী।
দ্বাপর যুগের মৃত্যু ঠেলিয়া
জাগে মহাযোগী নয়ন মেলিয়া
মহাভারতের মহাবীর জাগে, বলে "আমি আসিয়াছি !"
নব-যৌবন-জলতরঙ্গে নাচে রে প্রাচীন প্রাচী !

(২)

বিরাট কালের অজ্ঞাতবাস ভেদিয়া পার্থ জাগে,
গাণ্ডীব ধনু রাঙিয়া উঠিল লক্ষ লাক্ষারাগে !
বাজিছে বিষাণ পাঞ্চজন্য,
সাজে রথাশ্ব, হাঁকিছে সৈন্য,
ঝড়ের ফুঁ দিয়া নাচে অরণ্য, রসাতলে দোলা লাগে
দোলায় বসিয়া হাসিছে জীবন মৃত্যুর অঙ্কাগ্রে !

(৩)

যুগে যুগে ম'রে বাঁচে পুনঃ পাপ দুর্ম্মতি কুরুসেনা,
দুর্য্যোধনের পদলেহী ওরা, দুঃশাসনের কেনা!
লঙ্কাকাণ্ডে কুরুক্ষেত্রে,
লোভ-দানবের ক্ষুধিত নেত্রে,
ফাঁসির মঞ্চে কারার বেত্রে ইহারা যে চির-চেনা!
ভাবিয়াছ, কেহ শুধিবেনা এই উৎপীড়নের দেনা?

(৪)

কালের চক্র বক্রগতিতে ঘুরিতেছে অবিরত,
আজ দেখি যারা কালের শীর্ষে কা'ল তারা পদানত!
আজি সম্রাট কালি সে বন্দী,
কুটীরে রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী!
কংস-কারায় কংস-হন্তা জন্মিছে অনাগত,
তারি বুক ফেটে আসে নৃসিংহ, যারে করে পদাহত!

(৫)

আজ যার শিরে হানিছে পাদুকা কা'ল তারে বলে পিতা,
চির-বন্দিনী হ'তেছে সহসা দেশ-দেশ-নন্দিতা!
দিকে দিকে ঐ বাজিছে ডঙ্কা
জাগে শঙ্কর বিগত-শঙ্কা!
লঙ্কা-সায়রে কাঁদে বন্দিনী ভারত-লক্ষ্মী সীতা,
জ্বলিবে তাঁহার আঁখির সুমুখে কা'ল রাবণের চিতা!

(৬)

যুগে যুগে সে যে নব নব রূপে আসে মহাসেনাপতি,
যুগে যুগে হন শ্রীভগবান্ যে তাঁহারই রথ-সারথি!
যুগে যুগে আসে গীতা-উদ্গাতা
ন্যায়-পাণ্ডব-সৈন্যের ত্রাতা।
অশিব-দক্ষযজ্ঞে যখনই মরে স্বাধীনতা-সতী.
শিবের খড়্গে তখনই মুণ্ড হারায়েছে প্রজাপতি!

(৭)

নবীন মন্ত্রে দানিতে দীক্ষা আসিতেছে ফাল্গুনী,
জাগোরে জোয়ান! ঘুমায়োনা ভূয়ো শান্তির বাণী শুনি!
অনেক দধীচি হাড় দিল ভাই
দানব দৈত্য তবু মরে নাই,
সুতা দিয়ে মোরা স্বাধীনতা চাই, ব'সে ব'সে কাল গুণি!
জাগোরে জোয়ান! বাত ধ'রে গেল মিথ্যার তাঁত বুনি!

(৮)

দক্ষিণ করে ছিঁড়িয়া শিকল, বাম করে বাণ হানি'
এস নিরস্ত্র বন্দীর দেশে হে যুগ-শস্ত্রপাণি!
পূজা ক'রে শুধু পেয়েছি কদলী
এইবার তুমি এস মহাবলী!
রথের সুমুখে বসায়ো চক্রী চক্রধারীরে টানি,
আর, সত্য সেবিয়া দেখিতে পারিনা সত্যের প্রাণহানি!

(৯)

মশা মে'রে ঐ গরজে কামান—'বিপ্লব মারিয়াছি!'
আমাদের ডান হাতে হাতকড়া, বাম হাতে মারি মাছি!
মেনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচি
টিকি দাড়ি নিয়ে আজো বেঁচে আছি!
বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী,
যা হোক একটা দাও কিছু হাতে, একবার ম'রে বাঁচি!

হুগলি,
কার্ত্তিক, ১৩৩২

দ্বীপান্তরের বন্দিনী

আসে নাই ফিরে ভারত-ভারতী ?
মা'র কতদিন দ্বীপান্তর ?
পুণ্য বেদীর শূন্যে ধ্বনিল
ক্রন্দন—"দেড়শত বছর !"......

সপ্ত সিন্ধু তের নদী পার
দ্বীপান্তরের আন্দামান,
রূপের কমল রূপার কাঠির
কঠিন্ স্পর্শে যেখানে ম্লান,
শতদল যথা শতধা ভিন্ন
শস্ত্র-পাণির অস্ত্র ঘায়,
যন্ত্রী যেখানে সান্ত্রী বসায়ে
বীণার তন্ত্রী কাটিছে হায়,
সেখান হ'তে কি বেতার-সেতারে
এসেছে মুক্ত-বন্ধ সুর ?
মুক্ত কি আজ বন্দিনী বাণী ?
ধ্বংস হ'ল কি রক্ষ-পুর ?

যক্ষপুরীর রৌপ্য-পঙ্কে
ফুটিল কি তবে রূপ্-কমল ?
কামান গোলার সীসা-স্তূপে কি
উঠেছে বাণীর শিশ-মহল ?
শান্তি-শুচিতে শুভ্র হ'ল কি
রক্ত সোঁদাল খুন-খারাব ?
তবে এ কিসের আর্ত্ত আরতি,
কিসের তরে এ শঙ্খারাব ?......

সাত সমুদ্র তের নদী পার
দ্বীপান্তরের আন্দামান,
বাণী যথা ঘানি টানে নিশিদিন,
বন্দী সত্য ভানিছে ধান,
জীবন-চুয়ানো সেই ঘানি হ'তে
আরতির তেল এনেছ কি,
হোমানলে দিতে বাণীর রক্ষী
বীর ছেলেদের চর্ব্বি ঘি ?
হায় সৌখীন্ পূজারী, বৃথাই
বেদীর শঙ্খে দিতেছ ফু,
পূণ্য বেদীর শূন্য ভেদিয়া
ক্রন্দন উঠিতেছে শুধু !
পূজারী, কাহারে দাও অঞ্জলি ?
মুক্ত ভারতী ভারতে কই ?
আইন যেখানে ন্যায়ের শাসক,
সত্য বলিলে বন্দী হই,
অত্যাচারিত হইয়া যেখানে
বলিতে পারিনা অত্যাচার,
যথা বন্দিনী সীতা সম বাণী
সহিছে বিচার-চেড়ীর মার,

বাণীর মুক্ত শতদল যথা
আখ্যা লভিল বিদ্রোহী,
পূজারী, সেখানে এসেছ কি তুমি
বাণী-পূজা-উপচার বহি ?

সিংহেরে ভয়ে রাখে পিঞ্জরে,
ব্যাঘ্রেরে হানে অগ্নি-শেল,
কে জানিত কালে বীণা খাবে গুলি,
বাণীর কমল খাটিবে জেল !
তবে কি বিধির বেতার-মন্ত্র
বেজেছে বাণীর সেতারে আজ
পদ্মে রেখেছে চরণ-পদ্ম
যুগান্তরের ধর্ম্মরাজ ?—
তবে তাই হোক ! ঢাল অঞ্জলি,
বাজাও পাঞ্চজন্য শাঁখ !
দ্বীপান্তরের ঘানিতে লেগেছে
যুগান্তরের ঘূর্ণিপাক !

হুগলি
মাঘ, ১৩৩১

প্রবর্ত্তকের ঘুর্-চাকায়

যায় মহাকাল মূর্চ্ছা যায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর্-চাকায়।
যায় অতীত
কৃষ্ণ-কায়
যায় অতীত
রক্ত-পায়—
যায় মহাকাল মূর্চ্ছা যায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর্-চাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর্-চাকায়!

যায় প্রবীণ
চৈতী-বায়,
আয় নবীন-
শক্তি আয়!
যায় অতীত্,
যায় পতিত্,
'আয় অতিথ্
আয় রে আয়—'
বৈশাখী-ঝড় সুর হাঁকায়—
প্রবর্ত্তকের ঘুর্-চাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর্-চাকায়!

ঐ রে দিক্-
চক্রে কার
বক্রপথ
ঘুর্-চাকার !
ছুটছে রথ,
চক্র-ঘায়
দিগ্বিদিক
মূর্চ্ছা যায় !
কোটী রবি শশী ঘুর্-পাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর্-চাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর্-চাকায় !

ঘোরে গ্রহ তারা পথ্-বিভোল্,—
"কা'ল-" কোলে 'আজ' খায় রে দোল্ !
আজ প্রভাত
আনছে কা'য়,
দূর পাহাড়-
চূড় তাকায়।
জয়-কেতন
উড়্ছে কার
কিংশুকের
ফুল্-শাখায়।
ঘুর্ছে রথ,
রথ-চাকায়
রক্ত-লাল
পথ আঁকায়।
জয়-তোরণ
রচ্ছে কার

ঐ উষার
লাল আভায়,
প্রবর্ত্তকের ঘুর্-চাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর্-চাকায়।

গর্জ্জে ঘোর
ঝড় তুফান,
আয় কঠোর
বর্ত্তমান।
আয় তরুণ,
আয় অরুণ,
আয় দারুণ
দৈন্যতায়!
ভয় কি আয়!
ঐ মা অভয়-হাত দেখায়
রাম-ধনুর
লাল শাঁখায়!
প্রবর্ত্তকেব ঘুর-চাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর্-চাকায়!

বর্ষ-সতী-স্কন্ধে ঐ
নাচ্ছে কাল
থৈ তা থৈ!
কই সে কই
চক্রধর,
ঐ মায়ায়
খণ্ড কর্!

শব-মায়ায়
শিব যে যায়
ছিন্ন কর্‌
ঐ মায়ায়—
প্রবর্ত্তকের ঘুর্‌-চাকায়
প্রবর্ত্তকের ঘুর্‌-চাকায়!

কৃষ্ণনগর
৩০ চৈত্র, ১৩৩২

আশীর্ব্বাদ

কল্যাণীয়া শাম্‌সুন্‌ নাহার খাতুন

জয়যুক্তাসু

শত নিষেধের সিন্ধুর মাঝে অন্তরালের অন্তরীপ
তারই বুকে নারী ব'সে আছে জ্বালি' বিপদ-বাতির সিন্ধু-দীপ।
শাশ্বত সেই দীপান্বিতার দীপ হ'তে আঁখি-দীপ ভরি'
আসিয়াছ তুমি অরুণিমা-আলো প্রভাতী তারার টীপ পরি'।
আপনার তুমি জান পরিচয়—তুমি কল্যাণী তুমি নারী—
আনিয়াছ তাই ভরি হেম-ঝারি মরু-বুকে জম্‌জম্‌-বারি।
অন্তরিকার আঁধার চিরিয়া প্রকাশিলে তব সত্য-রূপ—
তুমি আছ, আছে তোমারও দেবার, তব গেহ নহে অন্ধ-কূপ।
তুমি আলোকের—তুমি সত্যের—ধরার ধূলায় তাজমহল,—
রৌদ্র-তপ্ত আকাশের চোখে পরালে স্নিগ্ধ নীল কাজল!
আপনারে তুমি চিনিয়াছ যবে, শুধিয়াছ ঋণ, টুটেছে ঘুম.
অন্ধকারের কুঁড়িতে ফুটেছ আলোকের শতদল-কুসুম।
বদ্ধ কারার প্রাকারে তুলেছ বন্দিনীদের জয়-নিশান—
অবরোধ রোধ করিয়াছে দেহ, পারেনি রুধিতে কণ্ঠে গান।
লহ স্নেহাশীষ—তোমার "পুণ্যময়ী"র 'শাম্‌স্‌'* পুণ্যালোক
শাশ্বত হোক! সুন্দর হোক! প্রতি ঘরে চির-দীপ্ত হোক!

হুগলি
১৯শে মাঘ, ১৩৩১

* শাম্‌স্‌—সূর্য্য।

মুক্তি-কাম

স্বাগত বঙ্গে মুক্তিকাম !

সুপ্ত বঙ্গে জাগুক আবার লুপ্ত স্বাধীন সপ্তগ্রাম !

শোনাও সাগর-জাগর সিন্ধু-ভৈরবী গান ভয়-হরণ ,—

এ যে রে তন্দ্রা, জেগে ওঠ্ তোরা, জেগে ঘুম দেওয়া নয় মরণ !

সপ্ত-কোটি কু-সন্তান তোরা রাখিতে নারিলি সপ্তগ্রাম ?

খাস্‌নি মায়ের বুকের রুধির ? হালাল খাইয়া হলি হারাম !

মৃত্যু-ভূতকে দেখিলি রে শুধু, দেখিলি না তোরা ভবিষ্যত ;

অস্ত-আঁধার পার হ'য়ে আসে নিত্য প্রভাতে রবির রথ।

অহোরাত্রিকে দেখেছে যাহারা সন্ধ্যাকে তারা করে না ভয়,

তারা সোজা জানে রাত্রির পরে আবার প্রভাত হবে উদয়।

দিন-কাণা তোরা আঁধারের প্যাঁচা, দেখেছিস্ শুধু মৃত্যু-রাত,

ওরে আঁখি খোল্, দেখ তোরও দ্বারে এসেছে জীবন নব প্রভাত।

মৃত্যুর 'ভয়' মেরেছে তোদেরে, মৃত্যু তোদেরে মারেনি ভাই!

তোরা ম'রে তাই হ'য়েছিস্ ভূত, আলোকের দূত হলিনে তাই!

জীবন থাকিতে "ম'রে আছি" ব'লে পড়িয়া আছিস্ মড়া-ঘাটে,

সিন্ধু-শকুন নেমেছে রে তাই তোদের প্রাণের রাজ-পাটে !

রক্ত মাংস খেয়েছে তোদের, কঙ্কাল শুধু আছে বাকী,
ঐ হাড় নিয়ে উঠে দাঁড়া তোরা "আজো বেঁচে আছি" বল্ ডাকি।
জীবনের সাড়া যেই পাবে, ভয়ে সিন্ধু-শকুন পালাবে দূর,
ঐ হাড়ে হবে ইন্দ্র-বজ্র, দগ্ধ হবে রে বৃত্রাসুর।—
এ মৃতের দেশে, অমৃত-পুত্র, আনিবে কি সেই অমৃত-ফল—
যাতে প্রাণ পেয়ে মৃত সগরের দেশ এ বঙ্গ হবে সচল?
জ্যান্তে-মরা এ ভীরুর ভারতে চাইনাক মৃত-সঞ্জীবন,
ক্লীবের জীবন-সুধা আন, কর ভূতের ভবিষ্যৎ-সৃজন।

হুগলি
২০শে পৌষ, ১৩৩১

সাবধানী ঘণ্টা

রক্তে আমার লেগেছে আবার সর্ব্বনাশের নেশা।
রুধির-নদীর পার হ'তে ঐ ডাকে বিপ্লব-হ্রেষা!
বন্ধুগো, সখা, আজি এই নব জয়-যাত্রার আগে
দ্বেষ-পঙ্কিল হিয়া হ'তে তব শ্বেত পঙ্কজ মাগে
বন্ধু তোমার ; দাও দাদা দাও তব রূপ-মসী ছানি'
অঞ্জলি ভরি শুধু কুৎসিৎ কদর্য্যতার গ্লানি!
তোমার নীচতা, ভীরুতা তোমার, তোমার মনের কালি
উদ্গার সখা বন্ধুর শিরে ; তব বুক হোক খালি!
সুদূর বন্ধু, দূষিত দৃষ্টি দূর কর, চাহ ফিরে,
শয়তানে আজ পেয়েছে তোমায়,সে যে পাঁক ঢালে শিরে!
চিরদিন তুমি যাহাদের মুখে মারিয়াছ ঘৃণা-ঢেলা,
যে ভোগানন্দ দাসেদেরে গালি হানিয়াছ দুই বেলা,
আজ তাহাদেরি বিনামার তলে আসিয়াছ তুমি নামি!
বাঁদরেরে তুমি ঘৃণা ক'রে ভালোবাসিয়াছ বাঁদ্‌রামী!
হে অস্ত্র-গুরু! আজি মম বুকে বাজে শুধু এই ব্যথা,
পাণ্ডবে দিয়া জয়-কেতু, হ'লে কুক্কুর-কুরু-নেতা!
ভোগ-নরকের নারকীর দ্বারে হইয়াছ তুমি দ্বারী,
হারামানন্দে হেরেমে ঢুকেছ হায় হে ব্রহ্মচারী!
তোমার কৃষ্ণ রূপ-সরসীতে ফুটেছে কমল কত,
সে কমল ঘিরি নেচেছে মরাল কত সহস্র শত,—
কোথা সে দীঘির উচ্ছ্বল জল, কোথা সে কমল রাঙা,
হেরি শুধু কাদা, শুকায়েছে জল, সরসীর বাঁধ ভাঙা!

সেই কাদা মাখি চোখে মুখে তুমি সাজিয়াছ ছি ছি সং,
বাঁদর নাচের ভালুক হয়েছ, হেসে মরি দেখে ঢং!
অন্ধকারের বিবর ছাড়িয়া বাহিরিয়া এস দাদা,
হের আরশীতে—বাঁদরের বেদে করেছে তোমায় খ্যাঁদা!
মিত্র সাজিয়া শত্রু তোমারে ফেলেছে নরকে টানি,
ঘৃণার তিলক পরাল তোমারে স্তাবকের শয়তানী!
যাহারা তোমারে বাসিয়াছে ভালো করিয়াছে পূজা নিতি,
তাহাদের হানে অতি লজ্জার ব্যথা আজ তব স্মৃতি।
নপুংসক্ ঐ শিখণ্ডী আজ রথের সারথী তব,—
হানো বীর তবু বিদ্রূপ বাণ, সব বুক পেতে লব
ভীষ্মের সম; যদি তাহে শর-শয়নের বর লভি',
তুমি যত বল আমিই সে রণে জিতিব অস্ত্র-কবি!
তুমি জান, তুমি সম্মুখ রণে পারিবে না পরাজিতে,
আমি তব কাল যশোরাহু সদা শঙ্কা তোমার চিতে,
রক্ত-অসির কৃষ্ণ মসীর যে কোনো যুদ্ধে, ভাই,
তুমি নিজে জান তুমি অশক্ত, করিয়াছ সুরু তাই
চোরা-বাণ ছোঁড়া বেল্লিকপনা বিনামা আড়ালে থাকি'
ন্যাক্কার-আনা নপুংসকেরে রথ-সম্মুখে রাখি।
হের সখা আজ চারিদিক হ'তে ধিক্কার অবিরত
ছি ছি বিষ ঢালি জ্বালায় তোমার পুরানো প্রদাহ-ক্ষত!
আমারে যে সবে বাসিয়াছে ভালো, মোর অপরাধ নহে!
কালীয়-দমন উদিয়াছে মোর বেদনার কালীদহে—
তাহার দাহ ত তোমারে দহেনি, দহেছে যাদের মুখ
তাহারা নাচুক জ্বলুনীর চোটে। তুমি পাও কোন্ মুখ
দগ্ধ-মুখ সে রাম-সেনাদলে নাচিয়া হে সেনাপতি!
শিব সুন্দর সত্য তোমার লভিল একি এ গতি?
যদিই অসতী হয় বাণী মোর, কালের পরশুরাম
কঠোর কুঠারে নাশিবে তাহারে, তুমি কেন বদ্‌নাম

কিনিছ বন্ধু, কেন এত তব হিয়া দগ্‌দগী জ্বালা ?—
হোলীর রাজা কে সাজাল তোমারে পরায়ে বিনামা-মালা ?
তোমার গোপন দুর্ব্বলতারে, ছি ছি, ক'রে মসীময়
প্রকাশিলে, সখা, এইখানে তব অতি বড় পরাজয় ।
তুমি ভিড়িওনা গো-ভাগাড়ে-পড়া চিল শকুনের দলে,
শতদল-দলে তুমি যে মরাল শ্বেত-সায়রের জলে ।
উঠ সখা, বীর, ঈর্ষ্যা-পঙ্ক-শয়ন ছাড়িয়া পুনঃ,
নিন্দার নহ, নান্দীর তুমি, উঠিতেছে বাণী শুন !
উঠ সখা, উঠ, লহ গো সালাম, বেঁধে দাও হাতে রাখী,
ঐ হের শিরে চক্কর মারে বিপ্লব-বাজপাখী !
অন্ধ হয়ো না, বেত্র ছাড়িয়া নেত্র মেলিয়া চাহ—
ঘনায় আকাশে অসন্তোষের নিদারুণ বারিবাহ ।
দোতালায় বসি উতলা হয়োনা শুনি বিদ্রোহ-বাণী,
এ নহে কবির, এ কাঁদন ওঠে নিখিল-মর্ম্ম ছানি !
বিদ্রূপ করি উড়াইবে এই বিদ্রোহ-তেঁতো জ্বালা ?
সুরের তোমরা, কি করিবে তবু হবে কান ঝালা পালা
অসুরের ভীম অসি-ঝনঝনে, বড় অশোয়াস্তি-কর !
বন্ধু গো এত ভয় কেন ? আছে তোমার আকাশ-ঘর !
অর্গল এঁটে সেথা হ'তে তুমি দাও অনর্গল গালি,
গোপীনাথ ম'ল ? সত্য কি ? মাঝে মাঝে দেখো তুলি জালি !
বরেন ঘোষের দ্বীপান্তর আর মির্জ্জাপুরের বোমা,
লাল বাংলার হুম্‌কানী,—ছি ছি এত অসত্য ওমা
কেমন ক'রে যে রটায় এ সব ঝুটা বিদ্রোহী দল !
সখী গো আমায় ধর ধর ! মাগো কত জানে এরা ছল !
সইলো আমার কাতুকুতু-ভাব হয়েছে যে, ঢ'লে পড়ি !
আঁচলে জড়ায়ে পা চলে না গো, হাত হ'তে পড়ে ছড়ি !
শ্রমিকের গাঁতি, বিপ্লব বোমা, আ ম'লো তোমরা মর !
যত সব বাজে বাজখাঁই সুর, মেছুনী-বৃত্তি ধর !

যারা করে বাজে সুখভোগ ত্যাগ, আর রাজরোষে মরে,
ঐ বোকাদের ইতর ভাষায় গালি দাও খুব ক'রে।
এই ইত্‌রামী বাঁদ্‌রামি-আর্ট্‌ আষ্টেপিষ্ঠে বেঁধে
হচ্ছে কুকুর পেট পাল আর হাউ হাউ মর কেঁদে।
এই নোংরামী ক'রে দিন্‌রাত বল আর্টের জয়।
আর্ট মানে শুধু বাঁদ্‌রামী আর মুখ ভ্যাঙ্‌চানো কয়।

আপনার নাক কেটে দাদা এই পরের যাত্রা ভাঙা
ইহাই হইল আদর্শ আর্ট্‌, নাকি সুর, কান রাঙা।
আর্ট্‌ ও প্রেমের এই সব মেড়ো মাড়োয়ারী দলই জানে,
কোনো বিদ্রোহ অসন্তোষের রেখা নাই কোনো খানে।
সব ভুয়ো দাদা ওসবে দেশের কিছুই হইবে না'ক,
এমনি করিয়া জুতো খাও আর মলমল-মল মাখ।—

জ্ঞান-অঞ্জন-শলাকা তৈরী হতেছে এদের তরে,
দেখিবে এদের আর্টের আঁটুনী একদিনে গেছে ছ'ড়ে।
বন্ধু গো! সখা! আঁখি খোলো,খোলো শ্রবণ হইতে তুলা,
ঐ হের পথে গুর্খা সেপাই উড়াইয়া যায় ধূলা।
ঐ শোনো আজ ঘরে ঘরে কত উঠিতেছে হাহাকার,
ভূধর প্রমাণ উদরে তোমার এবার পড়িবে মার!
তোমার আর্টের বাঁশরীর সুরে মুগ্ধ হবে না এরা,
প্রয়োজন-বাঁশে তোমার আর্টের আঁটশালা হবে নেড়া।
প্রেমও আছে সখা, যুদ্ধও আছে, বিশ্ব এমনি ঠাঁই,
ভালো নাহি লাগে, ভালো ছেলে হ'য়ে ছেড়ে যাও, মানা নাই!
আমি বলি—সখা জেনে রেখো মনে কোনো বাতায়ন-ফাঁকে
সজিনার ঠ্যাঙ্গা সজনীরই মত হাতছানি দিয়ে ডাকে।

যত বিদ্রূপই কর সখা, তুমি জান এ সত্য-বাণী,
কারুর পা চেটে মরিব না; কোনো প্রভু পেটে লাথি হানি
ফাটাবেনা পিলে, মরিব যেদিন মরিব বীরের মত,
ধরা-মা'র বুকে আমার রক্ত রবে হয়ে শাশ্বত।
আমার মৃত্যু লিখিবে আমার জীবনের ইতিহাস!
ততদিন সখা সকলের সাথে ক'রে নাও পরিহাস!

কলিকাতা।
কার্ত্তিক, ১৩৩২

বিদায়-মাভৈঃ

বিদায় রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয়,
বিশ্বাসী ! বল্ আস্‌বে আবার প্রভাত-রবির জয় ।
খণ্ড ক'রে দেখ্‌ছে যারা অসীম জীবনটাই
দুঃখ তারাই করুক ব'সে, দুঃখ মোদের নাই ।
আমরা জানি, অস্ত খেয়ায় আসছে রে উদয় ।
বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয় ।

হারাই-হারাই ভয় করেই না হারিয়ে দিলি সব !
মরার দলই আগ্‌লে মড়া কর্‌ছে কলরব ।
ঘরবাড়ীটাই সত্য শুধু নয় কিছুতেই নয় ।
বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয় ।

দৃষ্টি-অচিন দেশের পারেও আছে চিনা দেশ,
এক নিমেষের নিমেষ-শেষটা নয়ক অশেষ শেষ ।
ঘরের প্রদীপ নিব্‌লে বিধির আলোক-প্রদীপ রয়,
বিদায়-রবির করুণিমায় অবিশ্বাসীর ভয় ।

জয়ধ্বনি উঠ্‌বে প্রাচীন চীনের প্রাচীরে
অস্ত-ঘাটে ব'সে আমি তাইত নাচি রে ।
বিদায়-পাতা আন্‌বে ডেকে নবীন কিশলয়,
বিশ্বাসী ! বল্, আস্‌বে আবার প্রভাত রবির জয় ॥

কলিকাতা
চৈত্র, ১৩৩০

বাঙ্‌লায় মহাত্মা

(গান)

আজ না-চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে,
ঐ কংস-কারার দ্বার ঠেলে।
আজ শব-শ্মশানে শিব নাচে ঐ ফুল-ফুটানো পা ফেলে॥

আজ প্রেম-দ্বারকায় ডেকেছে বান
মরুভূমে জাগ্‌ল তুফান
দিগ্বিদিকে উপ্‌চে পড়ে প্রাণ রে!
তুমি জীবন-দুলাল সব লালে-লাল কর্‌লে প্রাণের রং ঢেলে॥

ঐ শ্রাবস্তি-ঢল আস্‌ল নেমে
আজ ভারতের জেরুজালেমে
মুক্তি-পাগল এই প্রেমিকের প্রেমে রে!
ওরে আজ নদীয়ার শ্যাম নিকুঞ্জে রক্ষ-অরি রাম খেলে॥

ঐ চরকা-চাকায় ঘর্ঘরঘর্
শুনি কাহার আসার খবর,
ঢেউ-দোলাতে দোলে সপ্ত সাগর রে!
ঐ পথের ধূলা ঢেকেছে আজ সপ্ত কোটী প্রাণ মেলে॥

আজ জাত বিজাতের বিভেদ ঘুচি,
এক হ'ল ভাই বামুন মুচি
প্রেম-গঙ্গায় সবাই হ'ল শুচি রে।
আয় এই যমুনায় ঝাঁপ দিবি কে বন্দেমাতরম্ বলে'—
ওরে সব মায়ায় আগুন জ্বেলে॥

হুগলি
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১

হেমপ্রভা

কোন্ অতীতের আঁধার ভেদিয়া
আসিলে আলোক-জননী।
প্রভায় তোমার উদিল প্রভাত
হেম্-প্রভ হ'ল ধরণী॥

ভগ্ন দুর্গে ঘুমায়ে রক্ষী
এলে কি মা তাই বিজয়-লক্ষ্মী,
"ময়্ ভুখা হুঁ"র ক্রন্দন-রবে
নাচায়ে তুলিলে ধমনী॥

এস বাঙলার চাঁদ-সুলতানা
বীর-মাতা বীর-জায়া গো।
তোমাতে পড়েছে সকল কালের
বীর-নারীদের ছায়া গো।

শিব-সাথে সতী শিবানী সাজিয়া
ফিরিছ শ্মশানে জীবন মাগিয়া,
তব আগমনে নব-বাঙলার
কাটুক আঁধার রজনী॥

মাদারীপুর
২৯শে ফাল্গুন, ১৩৩২ }

অশ্বিনীকুমার

আজ যবে প্রভাতের নব যাত্রীদল
ডেকে গেল রাত্রিশেষে, “চল্‌-আগে চল্‌”,—
“চল্‌ আগে চল্‌” গাহে ঘুম-জাগা পাখী,
কুয়াশা-মশারি ঠেলি জাগে রক্ত-আঁখি
নবারুণ নব আশা। আজি এই সাথে,
এই নব জাগরণ-আনা নব প্রাতে
তোমারে স্মরিনু বীর প্রাতঃস্মরণীয়!
স্বর্গ হ'তে এ স্মরণ-প্রীতি-অর্ঘ্য নিও!
নিও নিও সপ্ত কোটি বাঙালীর তব
অশ্রু-জলে স্মৃতি-পূজা অর্ঘ্য অভিনব!

আজো তারা ক্রীতদাস, আজো বদ্ধ-কর
শৃঙ্খল-বন্ধনে দেব! আজো পরস্পর
করে তারা হানাহানি, ঈর্ষ্যা-অস্ত্রে যুঝি
ছিটায় মনের কালি—নিরস্ত্রের পুঁজি!
মন্দভাষ গাঢ়মসী দিব্য অস্ত্র তার!
“দুই-সপ্তকোটিধৃত খর তরবার”
সে শুধু কেতাবী কথা, আজো সে স্বপন!
সপ্তকোটি তিক্ত জিহ্বা বিষ-রসায়ণ
উদগারিছে বঙ্গে নিতি, দগ্ধ হ'ল ভূমি!
বঙ্গে আজ পুষ্প নাই, বিষ লহ তুমি!

কে করিবে নমস্কার! হায়, যুক্তকর
মুক্ত নাহি হ'ল আজো! বন্ধন-জর্জ্জর
এ কর পারেনা দেব ছুঁইতে ললাট।
কে করিবে নমস্কার?

কে করিবে পাঠ

তোমার বন্দনা-গান? রসনা অসাড়!
কথা আছে বাণী নাই, ছন্দে নাচে হাড়!
ভাষা আছে আশা নাই, নাই তাহে প্রাণ,
কে করিবে এ জাতিরে নবমন্ত্রদান!
অমৃতের পুত্র কবি—অন্নের কাঙাল,
কবি আর ঋষি নয়, প্রাণের অকাল
করিয়াছে হেয় তারে! লেখনী ও কালি
যত না সৃজিছে কাব্য—ততোধিক গালি!
কণ্ঠে যার ভাষা আছে অন্তরে সাহস,
সিংহের বিবরে আজ প'ড়ে সে অবশ!
গর্দ্দান করিয়া উঁচু যে পারে গাহিতে
নব জীবনের গান, বন্ধন-রশিতে
চেপে আছে টুঁটি তার! জুলুম-জিঞ্জির
মাংস কে'টে ব'সে আছে, হাড়ে খায় চিড়
আর্ত্ত প্রতিধ্বনি তার! কোথা প্রতীকার!
যারা আছে—তারা কিছু না ক'রে নাচার!

নেহারিব তোমারে যে শির উঁচু করি,
তাও নাহি পারি দেব! আইনের ছড়ি
মারে এসে গুপ্ত চেড়ী! যাইব কোথায়
আমার চরণ নহে মম বশে হায়!

একঘর ছাড়ি আর-ঘরে যেতে নারি,
মর্দ্দজাতি হয়ে আছে পর্দ্দা-ঘেরা নারী।
এ লাঞ্ছনা, এ পীড়ন, এ আত্ম-কলহ,
আত্মসুখপরায়ণ পরাবৃত্তি মোহ—
তব বরে দূর হোক! এ জাতির পরে
হে যোগী, তোমার যেন আশীর্ব্বাদ ঝরে।
যে-আত্মচেতনা-বলে যে-আত্মবিশ্বাসে
যে-আত্মশ্রদ্ধার জোরে জীবন-উচ্ছ্বাসে
উচ্ছ্বসিত হয়ে উ'ঠে মরা জাতি বাঁচে,
যোগী, তব কাছে জাতি সেই শক্তি যাচে।

স্বর্গে নহে, আমাদের অতি কাছাকাছি
আছ তুমি হে তাপস, তাই মোরা যাচি
তব বর, শক্তি তব! জেনেছিলে তুমি
স্বর্গাদপি গরীয়সী এই বঙ্গভূমি।
দিলে ধর্ম্ম, দিলে কর্ম্ম, দিলে ধ্যান জ্ঞান,
তবু সাধ মিটিলনা; দিলে বলিদান
আত্মারে জননী পদে, হাঁকিলে, "মাভৈঃ।
ভয় নাই, নব দিনমণি ওঠে ওই!
ওরে জড়্, ওঠ্ তোরা!" জাগিল না কেউ,
তোমারে লইয়া গেল পারাপারী ঢেউ।

অগ্রে তুমি জেগে ছিলে অগ্রজ শহীদ,
তুমি ঋষি, শুভ্র প্রাতে টুটেছিল নিদ,
তব পথে যাত্রী যারা রাত্রি দিবা ধরি
ঘুমাল গভীর ঘুম, আজ তারা মরি
বেলা শেষে জাগিয়াছে! সম্মুখে সবার
অনন্ত তমিস্রাঘোর দুর্গম কান্তার।

পশ্চাতে "অতীত" টানে জড় হিমালয়,
সংশয়ের "বর্ত্তমান" অগ্রে নাহি হয়,
তোমা-হারা দেখে তারা অন্ধ "ভবিষ্যৎ,"
যাত্রী ভীরু, রাত্রি গুরু, কে দেখাবে পথ!

হে প্রেমিক, তব প্রেম বরিষায় দেশে
এল ঢল বীর-ভূমি বরিশাল ভেসে।
সেই ঢল সেই জল বিষম তৃষায়
যাচিছে উষর বঙ্গ তব কাছে হায়!
পীড়িত এ বঙ্গ পথ চাহিছে তোমার,
অসুর নিধনে কবে আসিবে আবার!

হুগলি
মাঘ, ১৩৩২

ইন্দু-প্রয়াণ

(কবি শরদিন্দু রায়ের অকাল মৃত্যু উপলক্ষে)

বাঁশীর দেবতা! লভিয়াছ তুমি হাসির অমর-লোক,
হেথা মর-লোকে দুঃখী মানব করিতেছি মোবা শোক!
অমৃত-পাথারে ডুব দিলে তুমি ক্ষীরোদ-শয়ন লভি,
অনৃতের শিশু মোরা কেঁদে বলি, মরিয়াছ তুমি কবি!
হাসির ঝঞ্ঝা লুটায়ে পড়েছে নিদাঘের হাহাকারে,
মোরা কেঁদে বলি, কবি খোয়া গেছে অস্ত-খেয়ার পারে!

আগুন-শিখায় মিশেছে তোমার ফাগুন-জাগানো হাসি,
চিতার আগুনে পুড়ে গেছ ভেবে মোবা আঁখি-জলে ভাসি।
অনৃত তোমার যাহা কিছু কবি তাই হয়ে গেছে ছাই,
অমৃত তোমার অবিনাশী যাহা আগুনে তা পুড়ে নাই।
চির-অতৃপ্ত তবু কাঁদি মোরা, ভরেনা তাহাতে বুক,
আজ তব বাণী আন্-মুখে শুনি; তুমি নাই, তুমি মূক!

অতি-লোভী মোরা পাইনা তৃপ্তি সুরভিতে শুধু ভাই,
সুরভির সাথে রূপ-ক্ষুধাতুর ফুলেরও পরশ চাই।
আমরা অনৃত তাইত অমৃতে ভ'রে ওঠেনাক প্রাণ,
চোখে জল আসে দেখিয়া ত্যাগীর আপনা-বিলানো দান।
তরুণের বুকে হে চির-অরুণ ছড়ায়েছ যত লালী,
সেই লালী আজ লালে-লাল হয়ে কাঁদে, খালি সব খালি!

কাঁদায়ে গিয়াছ, নবরূপ ধ'রে হয়ত আসিবে ফিরে,
আসিয়া আবার আধ-গাওয়া গান গাবে গঙ্গারই তীরে;
হয়ত তোমায় চিনিব না, কবি, চিনিব তোমার বাঁশী,
চিনিব তোমার ঐ সুর আর চল-চঞ্চল হাসি।

প্রাণের আলাপ আধ-চেনাচেনি দূরে থেকে শুধু সুরে,
এবার হে কবি করিব পূর্ণ ঐ চির-কবি-পুরে।...

ভালই করেছ ডিঙিয়া গিয়াছ নিত্য এ কারাগার,
সত্য যেখানে যায়নাক বলা, গৃহ নয় সে তোমার।
গিয়াছ যেখানে শাসনে সেখানে নহে নিরুদ্ধ বাণী,
ভক্তের তরে রাখিও সেখানে আধেক আসনখানি।
বন্দী সেখানে শুনিবে তোমার মুক্ত-বন্ধ সুর,—
গঙ্গার কূলে চাই আর ভাবি কোথা সেই সুর-পুর!

গণ্ডীর বেড়ী কাটিয়া নিয়াছ অনন্তরূপ টানি,
কারো বুকে আছ মূর্ত্তি ধরিয়া কারো বুকে আছ বাণী।
সে কি মরিবার? ভাঙি অনিত্যে নিত্যে নিয়াছ বরি,'
ক্ষমা ক'রো কবি, তবু লোভী মোরা শোক করি, কেঁদে মরি।
না-দেখা ভেলায় চড়িয়া হয়ত আজিও সন্ধ্যাবেলা
গঙ্গার কূলে আসিয়া হাসিছ দেখে আমাদের খেলা।

হউক মিথ্যা মায়ার খেলা এ তবুও করিব শোক,
"শান্তি হউক" বলি যুগে যুগে ব্যথায় মুছিব চোখ।
আসিবে আবারও নিদাঘ-শেষের বিদায়ের হাহাকার,
শাঙনের ধারা আনিবে স্মরণে ব্যথা-অভিষেক তার।
হাসি নিষ্ঠুর, যুগে যুগে মোরা স্নিগ্ধ অশ্রু দিয়া,
হাসির কবিরে ডাকিব গভীরে শোক-ক্রন্দন নিয়া।

বহরমপুর জেল
শ্রাবণ, ১৩৩০।

দিল্-দরদী

(কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'খাঁচার পাখী'
শীর্ষক করুণ কবিতাটী পড়িয়া)

কে ভাই তুমি সজল গলায়
গাইলে গজল আফ্‌সোসের ?
ফাগুন-বনের নিব্‌ল আগুন,
লাগ্‌ল সেথা ছাপ্‌ পোষের।

দর্‌দ্‌-ভেজা কান্না-কাতর
ছিন্ন তোমার স্বর শুনে
ইরান মুলুক বিরান হ'ল
এমন বাহার-মর্‌সুমে।

সিস্তানের্‌ ঐ গুল্‌-বাগিচা
গুলিস্তান্‌ আর বোস্তানে
সোস্ত্‌ হ'য়ে দখিন হাওয়া
কাঁদ্‌ল সে আফ্‌সোস্‌-তানে।

এ-কোন্‌ যিগর-পস্তানী সুর ?
মস্তানী সব ফুল্‌-বালা
ঝুর্‌লো, তাদের নাজুক বুকে
বাজ্‌লো ব্যথার শূল-জ্বালা।

আব্‌ছা মনে প'ড়্‌ছে, যে দিন
 শীরাজ-বাগের গুল্‌ ভুলি'
শ্যামল মেয়ের সোহাগ-শ্যামার
 শ্যাম হ'লে ভাই বুল্‌বুলি,—

কালো মেয়ের কাজল-চোখের
 পাগল চাওয়ার ইঙ্গিতে
মস্ত্‌ হ'য়ে কাঁকন চুড়ির
 কিঙ্কিণী রিণ্‌ ঝিণ্‌-গীতে

নাচ্‌লে দেদার দাদ্‌রা তালে,
 কার্‌ফাতে, সর্‌ফর্দ্দাতে,—
হঠাৎ তোমার কাঁপ্‌ল গলা
 'খাঁচার পাখী' 'গর্ব্বা'তে !

চৈতালীতে বৈকালী সুর গাইলে—
 "নিজের নই মালিক,
আফ্‌সে' মরি আফ্‌সোসে আহ্‌
 আপ্‌সে-বন্দী বৈতালিক।

কাঁদায় সদাই ঘেরা-টোপের
 আঁধার ধাঁধায়, তায় একা,
ব্যথার ডালি একলা সাজাই,
 সাথীর আমার নাই দেখা।

অসাড় জীবন, ঝাপ্‌সা দু'চোখ,
 খাঁচার জীবন একটানা !"
অশ্রু আসে, আর কেন ভাই
 ব্যথার ঘায়ে ঘা হানা ?

খুব জানি ভাই, ব্যর্থ জীবন
ডুবায় যারা সঙ্গীতেই,
মরম-ব্যথা বুঝ্‌তে তাদের
দিল্-দরদী সঙ্গী নেই !

জান্‌তে কে চায় গানের পাখীর
বিপুল ব্যথায় বুক ভরাট,
সবার যখন নওরাতি; হায়
মোদের তখন দুঃখ-রাত !

ওদের সাথী, মোদের রাতি,
শয়ন আনে নয়ন-জল ;
গান গেয়ে ভাই ঘাম্‌লে কপাল
মুছ্‌তে সে ঘাম নাই্ অঞ্চল।

তাই ভাবি আজ কোন্ দরদে
পিষ্‌ছে তোমার কল্‌জে-তল ?
কার্ অভাব্ আজ বাজ্‌ছে বুকে,
কল্‌জে চুঁয়ে গ'ল্‌ছে জল !

কাতর হ'য়ে পাথর-বুকে
বয় যবে ক্ষীর্-সুর্‌ধুনী,
হোক তা সুধা, খুব জানি ভাই
সে সুধা ভর্-পুর্-খুনই ।

আজ যে তোমার আ্কা-আঁশু
কণ্ঠ ছিঁড়ে উছ্‌লে যায়—
কতই ব্যথায়, ভাব্‌তে যে তা
প্রাণ ওঠে ভাই ক'চ্‌লে হায় !

বসন্ত তো কতই এলো, গেল
খাঁচার পাশ দিয়ে,
এলো অনেক আশ নিয়ে, শেষ
গেল দীঘল-শ্বাস নিয়ে।

অনেক শারাব খারাব হ'ল
অনেক সাকীর ভাঙ্‌লো বুক
আজ এলো কোন্‌ দীপান্বিতা ?
কা'র শরমে রাঙ্‌লো মুখ ?

কোন্‌ দরদী ফির্‌লো ? পেলে
কোন্‌ হারা-বুক আলিঙ্গন ?
আজ যে তোমার হিয়ার রঙে
উঠ্‌লো রেঙে ডালিম্‌-বন !

যিগর্‌-ছেঁড়া দিগর তোমার
আজ কি এল ঘর ফিরে ?
তাই কি এমন কাশ ফুটেচে
তোমার ব্যথার চর ঘিরে ?

নীড়ের পাখী ম্লান চোখে চায়,
শুন্‌ছে তোমার ছিন্ন সুর ;
বেলা-শেষের তান ধ'রেছ
যখন তোমার দিন দুপুর !

মুক্ত আমি পথিক-পাখী
আনন্দ-গান গাই পথের,
কান্না-হাসির বহ্নি-ঘাতের
বক্ষে আমার চিহ্ন ঢের ;

বীণ্ ছাড়া মোর একলা পথের
প্রাণেয় দোসর অধিক নাই,
কান্না শুনে হাসি আমি,
আঘাত আমার পথিক-ভাই।

বেদ্‌না ব্যথা নিত্য-সাথী,—
তবু ভাই ঐ সিক্ত সুখ,
দু'চোখ পু'রে অশ্রু আনে
উদাস করে চিত্ত-বুক!

ঝাপ্‌সা তোমার দু'চোখ শুনে'
সুরাখ্ হ'ল কল্‌জেতে,
নীল-পাথারের সাঁতার পানি
লাখ চোখে ভাই গ'ল্‌ছে যে।

* * *

বাদশা-কবি! সালাম জানায়
ভক্ত তোমার অ-কবি,
কইতে গিয়ে অশ্রুতে মোর
কথা ডুবে যায় সবি!

কলিকাতা
আশ্বিন, ১৩২৮

সত্যেন্দ্র প্রয়াণ

আজ আষাঢ় মেঘের কালো কাফনের আড়ালে মু'খানি ঢাকি
আহা কে তুমি জননী কার নাম ধরে বারে বারে যাও ডাকি ?
মাগো কর হানি দ্বারে দ্বারে
তুমি কোন্ হারামণি খুঁজিতে আসিলে ঘুম-সাগরের পারে ?
"কইরে সত্য সত্যেন কই" কাতর কান্না শুধু
গগন-মরুর প্রাঙ্গণে হানে সাহারার হা হা ধূ ধূ !
সত্য অমর, কেঁদোনা জননী, আসিবে আবার রবি,
গিয়াছে বাণীর কমল-বনে মা কমল তুলিতে কবি !

ওকে ক্রন্দসী হায় মূরছিয়া পড়ে অশ্রু-সিন্ধু তীরে
গেল সহসা নিশীথে বাণীর হাতের বেয়ালার তার ছিঁড়ে।
আহা কোন্ ভিখারিণী এ রে
কাহারে হারায়ে নিখিলের দ্বারে ফরিয়াদ্ ক'রে ফেরে ?
সতীর কাঁদনে চোখ খুলে চায় ঊর্দ্ধে অরুন্ধতী
নিবিড় বেদনা ম্লান ক'রে আনে রবির কনক-জ্যোতি।
সত্য অমর, কাঁদিয়োনা সতী, আসিবে আবার রবি,
গিয়াছে বাণীর কমল-কাননে কমল তুলিতে কবি !

আজ সারথী হারায়ে বিষাদে অন্ধ ছন্দ-সরস্বতী,
ওগো পুরোহিত-হারা ভারতী-দেউলে বন্ধ পূজা-আরতি।
ওরে মৃত্যু-নিষাদ ক্রূর
বিষাদ-শায়ক বিঁধিয়া করেছে বাঙলার বুক চূর!
নিবে গেল মঙ্গল-দীপ-শিখা, বঙ্গবাণীর আলো,
জ্বলে দশ দিকে শুধু দিশেহারা অশ্রু অতল কালো!
'সত্য' অমর! কাঁদিওনা কবি, আসিবে আবার রবি,
গিয়াছে বাণীর কমল-কাননে কমল তুলিতে কবি।

শ্বেত বৈজয়ন্তী উড়ে চলে যায় মৃত্যুরও আগে আগে,
ওরে সে চির-অমর, মৃত্যু আপনি তারি পায়ে প্রাণ মাগে।
তাই ঐ বাজে জয়-ভেরী
স্বর্গ-দুয়ারে, ওঠে জয়ধ্বনি, 'জয় সুত অমৃতেরি!'
কাঁদিসনে মাগো ঐ তোর ছেলে মাতা সারদার কোলে
শিশু হয়ে পুনঃ দুধ-হাসি হেসে তোরে ডেকে ডেকে দোলে!
'সত্য' অমর, কাঁদিওনা কেহ, আসিবে আবার রবি,
মা বীণাপাণির সোহাগ আনিতে স্বর্গে গিয়াছে কবি।

কলিকাতা
শ্রাবণ, ১৩২৯

সত্য-কবি

অসত্য যত রহিল পড়িয়া, সত্য সে গেল চ'লে
বীরের মতন মরণ-কারারে চরণের তলে দ'লে।
যে-ভোরের তারা অরুণ-রবির উদয়-তোরণ-দোরে
ঘোষিল বিজয়-কিরণ-শঙ্খ-আরাব প্রথম ভোরে,
রবির ললাট চুম্বিল যার প্রথম রশ্মি-টীকা
বাদলের বায়ে নিভে গেল হায় দীপ্ত তাহারি শিখা!
মধ্য গগনে স্তব্ধ নিশীথ, বিশ্ব চেতন-হারা,
নিবিড় তিমির, আকাশ ভাঙিয়া ঝরিছে আকুল ধারা,
গ্রহ শশী তারা কেউ জেগে নাই নিবে গেছে সব বাতি
হাঁক দিয়া ফেরে ঝড়-তুফানের উতরোল মাতামাতি।

হেন দুর্দ্দিনে বেদনা-শিখার বিজলী-প্রদীপ জ্বেলে
কাহারে খুঁজিতে কে তুমি নিশীথ-গগন-আঙনে এলে?
বারে বারে তব দীপ নিবে যায় জ্বালো তুমি বারে বারে,
কাঁদন তোমার সে যেন বিশ্বপাতারে চাবুক মারে।
কি ধন খুঁজিছ? কে তুমি সুনীল মেঘ-অবগুণ্ঠিতা?
তুমি কি গো সেই সবুজ-শিখার কবির দীপান্বিতা?
কি নেবে গো আর? ঐ নিয়ে যাও চিতার দু-মুঠো ছাই!
ডাক দিয়োনাক, শূন্য এ ঘর, নাই গো সে আর নাই!
ডাক দিয়োনাক, মূর্চ্ছিতা মাতা ধূলায় পড়িয়া আছে,
কাঁদি ঘুমায়েছে কান্তা কবির, জাগিয়া উঠিবে পাছে।

ডাক দিয়োনাক, শূন্য এ ঘর, নাই গো সে আর নাই,
গঙ্গা-সলিলে ভাসিয়া গিয়াছে তাহার চিতার ছাই।
আসিলে তড়িৎ-তাঞ্জামে কে গো নভোতলে তুমি সতী?
সত্য-কবির সত্য-জননী ছন্দ-সরস্বতী?
ঝলসিয়া গেছে দু চোখ মা তার তোরে নিশিদিন ডাকি,
বিদায়ের দিনে কণ্ঠের তার গানটি গিয়াছে রাখি
সাত কোটি এই ভগ্ন কণ্ঠে; অবশেষে অভিমানী
ভর-দুপুরেই খেলা ফেলে গেল কাঁদায়ে নিখিল প্রাণী!
ডাকিছ কাহারে আকাশ-পানে ও ব্যাকুল-দুহাত তুলে?
কোল মিলেছে মা শ্মশান-চিতায় ঐ ভাগীরথী কূলে!

ভোরের তারা এ ভাবিয়া পথিক শুধায় সাঁজের তারায়,
কা'ল যে আছিল মধ্য গগনে আজি সে কোথায় হারায়?
সাঁজের তারা সে দিগন্তরের কোলে ম্লান চোখে চায়,
অস্ত-তোরণ-পার সে দেখায় কিরণের ইসারায়।
মেঘ-তাঞ্জাম চলে কার আর যায় কেঁদে যায় দেয়া
পরপার-পারাপারে বাঁধা কার কেতকী-পাতার খেয়া?
হুতাশিয়া ফেরে পুরবীর বায়ু হরিৎ-হরির দেশে
জর্দ্দা-পরীর কনক-কেশর কদম্ব-বন-শেষে!
প্রলাপ প্রলাপ প্রলাপ কবি সে আসিবেনা আর ফিরে,
ক্রন্দন শুধু কাঁদিয়া ফিরিবে গঙ্গার তীরে তীরে!

'তুলির লিখন' লেখা যে এখনো অরুণ-রক্ত-রাগে
ফুল্লী হাসিছে 'ফুলের ফসল' শ্যামার সবজি-বাগে,
আজিও 'তীর্থরেণু ও সলিলে' 'মণি মঞ্জুষা' ভরা,
'বেণু-বীণা' আর 'কুহু-কেকা'-রবে আজো শিহরায় ধরা,

জ্বলিয়া উঠিল 'অভ্র আবিরী' ফাগুয়ায় "হোমশিখা",
বহ্নি-বাসরে টিট্‌কিরী দিয়ে হাসিল 'হসন্তিকা',—
এত সব যার প্রাণ-উৎসব সেই আজ শুধু নাই,
সত্য-প্রাণ সে রহিল অমর, মায়া যাহা হ'ল ছাই।
ভুল যাহা ছিল ভেঙে গেল মহাশূন্যে মিলালো ফাঁকা,
সৃজন-দিনের সত্য যে, সে-ই রয়ে গেল চির-আঁকা!

উন্নত-শির কাল জয়ী মহাকাল হয়ে জোড়-পাণি
স্কন্ধে বিজয়-পতাকা তাহারি ফিরিবে আদেশ মানি।
আপনারে সে যে ব্যাপিয়া রেখেছে আপন সৃষ্টি-মাঝে,
খেয়ালী বিধির ডাক এলো তাই চলে গেল আন-কাজে
ওগো যুগে-যুগে-কবি, ও-মরণে মরেনি তোমার প্রাণ,
কবির কণ্ঠে প্রকাশ সত্য-সুন্দর ভগবান।
ধরায় যে-বাণী ধরা নাহি দিল, যে-গান রহিল বাকী
আবার আসিবে পূর্ণ করিতে, সত্য সে নহে ফাঁকি!
সব বুঝি ওগো, হারা-ভীতু মোরা তবু ভাবি শুধু ভাবি,
হয়তো যা গেল চিরকাল-তরে হারানু তাহার দাবী।

তাই ভাবি, আজ যে শ্যামার শিষ্ খঞ্জন-নর্ত্তন
থেমে গেল, তাহা মাতাইবে পুনঃ কোন্ নন্দন-বন!
চোখে জল আসে হে কবি-পাবক, হেন অসময়ে গেলে
যখন এ দেশে তোমারি মতন দরকার শত ছেলে।

আষাঢ়-রবির তেজোপ্রদীপ্ত তুমি ধূমকেতু-জ্বালা,
শিরে মণি-হার, কণ্ঠে ত্রিশিরা ফণি-মনসার মালা,
তড়িৎ-চাবুক করে ধরি তুমি আসিলে হে নির্ভীক,
মরণ-শয়নে চমকি চাহিল বাঙালী নির্নিমিখ্।

বাঁশীতে তোমার বিষাণ-মন্দ্র রণরণি ওঠে, জয়
মানুষের জয়, বিশ্বে দেবতা দৈত্য সে বড় নয়।
করনি বরণ দাসত্ব তুমি আত্ম-অসম্মান,
নোয়ায়নি মাথা চির-জাগ্রত ধ্রুব তব ভগবান,
সত্য তোমার পর-পদানত হয়নিক কভু, তাই
বলদর্পীর দণ্ড তোমায় স্পর্শিতে পারে নাই!
যশ-লোভী এই অন্ধ ভণ্ড সজ্ঞান ভীরু-দলে
তুমিই একাকী রণ-দুন্দুভী বাজালে গভীর রোলে।
মেকীর বাজারে আ-মরণ তুমি রয়ে গেলে কবি খাঁটি।
মাটীর এ দেহ মাটী হ'ল, তব সত্য হ'লনা মাটী।
আঘাত না খেলে জাগেনা যে-দেশ, ছিলে সে দেশের চালক,
বাণীর আসরে তুমি একা ছিলে তূর্য্য-বাদক বালক।

কে দিবে আঘাত? কে জাগাবে দেশ? কই সে সত্যপ্রাণ?
আপনারে হেলা করি, করি মোরা ভগবানে অপমান।
বাঁশী ও বিষাণ নিয়ে গেছ, আছে ছেঁড়া ঢোল ভাঙা কাঁসি,
লোক-দেখানো এ আঁখির সলিলে লুকানো রয়েছে হাসি!
যশের মানের ছিলে না কাঙাল, শেখনি খাতির-দারী,
উচ্চকে তুমি তুচ্ছ করনি, হওনি রাজার দ্বারী।
অত্যাচারকে বলনিক দয়া, বলেছ অত্যাচার,
গড় করনিক নিগড়ের পায়, ভয়েতে মাননি হার।
অটল অচল অগ্নি-গর্ভ আগ্নেয়-গিরি তুমি
উরিয়া ধন্য করেছিলে এই ভীরুর জন্মভূমি।

হে মহা-মৌনি, মরণেও তুমি মৌন-মাধুরী পিয়া
নিয়েছ বিদায়, যাওনি মোদের ছল-করা গীতি নিয়া।
তোমার প্রয়াণে উঠিলনা কবি দেশে কল-কল্লোল,

সুন্দর ! শুধু জুড়িয়া বসিলে মাতা সারদার কোল।
স্বর্গে বাদল মাদল বাজিল, বিজলি উঠিল মাতি,
দেব-কুমারীরা হানিল বৃষ্টি-প্রসূন সারাটি রাতি।
কেহ নাই জাগি, অর্গল-দেওয়া সকল কুটীর দ্বারে,
পুত্র-হারার ক্রন্দন শুধু খুঁজিয়া ফিরিছে কারে !

নিশীথ-শশ্মানে অভাগিনী এক শ্বেত-বাস পরিহিতা,
ভাবিছে তাহারি সিঁদুর মুছিয়া কে জ্বালালো ঐ চিতা !

ভগবান ! তুমি চাহিতে পার কি ঐ দুটি নারী পানে ?
জানিনা, তোমায় বাঁচাবে কে যদি ওরা অভিশাপ হানে !

কলিকাতা
শ্রাবণ, ১৩২৯

সত্যেন্দ্র প্রয়াণ-গীতি

চল-চঞ্চল বাণীর তুলাল এসেছিল পথ ভুলে' ;
ওগো এই গঙ্গার কূলে।
দিশাহারা মাতা দিশা পেয়ে তাই নিয়ে গেছে কোলে তুলে'
ওগো এই গঙ্গার কূলে ॥

চপল চারণ বেণু-বীণে তা'র
সুর বেঁধে শুধু দিল ঝঙ্কার,
শেষ গান গাওয়া হ'লনাক আর
উঠিল চিত্ত দুলে',
তারি ডাকনাম ধ'রে ডাকিল কে যেন অস্ত-তোরণ-মূলে,
ওগো এই গঙ্গার কূলে ॥

ওরে এ ঝোড়ো হাওয়ায় কারে ডেকে যায় এ কোন্ সর্ব্বনাশী
বিষাণ কবির গুমরি' উঠিল, বেসুরো বাজিল বাঁশী !
আঁখির সলিলে ঝলসানো আঁখি
কূলে কূলে ভ'রে উঠে থাকি' থাকি',
মনে পড়ে কবে আহত এ পাখী
মৃত্যু-আফিম-ফুলে
কোন্ ঝড়-বাদলের এমনি নিশীথে পড়েছিল ঘুমে ঢুলে'।
ওগো এই গঙ্গার কূলে ॥

তার ঘরের বাঁধন সহিলনা সে যে চির-বন্ধন-হারা,
তাই ছন্দ-পাগলে কোলে নিয়ে দোলে জননী মুক্ত ধারা।
ও সে আলো দিয়ে গেল আপনারে দহি',
অমৃত বিলালো বিষ-জ্বালা সহি',
শেষে শান্তি মাগিল ব্যথা-বিদ্রোহী
চিতার অগ্নি-শূলে।
পুনঃ নব-বীণা-করে আসিবে বলিয়া এই শ্যাম তরুমূলে॥
ওগো এই গঙ্গার কূলে॥

কলিকাতা,
শ্রাবণ, ১৩২৯

সুর-কুমার

[দিলিপ কুমারের ইউরোপ যাত্রা উপলক্ষে]

বন্ধু, তোমায় স্বপ্ন-মাঝে ডাক দিল কি বন্দিনী
সপ্ত সাগর তের নদীর পার হ'তে সুর্-নন্দিনী !

বীণ্-বাদিণী বাজায় হঠাৎ যাত্রা-পথের দুন্দুভি,
অরুণ আঁখি কইল সাকী, 'আজ্‌কে শরাব মুল্‌তুবী' !

সাগর তোমার শঙ্খ বাজায়, হাতছানি দেয় সিন্ধু-পার,
গানের ভেলায় চল্‌লে ভেসে রূপ্‌কথারই রাজকুমার !

যক্ষ-লোকে রূপার মায়ায় রূপ যথা আজ সুপ্ত হায়
ল'য়ে সুরের সোনার কাঠি দিগ্বিজয়ে যাও সেথায় ।

বন্দী-দেশের আনন্দ-বীর ! আন্‌বে তুমি জয় করি'
ইন্দ্রলোকের উর্ব্বশী নয়—কণ্ঠলোকের কিন্নরী ।

শ্বেতদ্বীপের সুর-সভায় আজ্‌কে তোমার আমন্ত্রণ,
অস্ত্রে যারা রণ জিতেনি বীণায় তারা জিন্‌ল মন ।

কণ্ঠে আছে আনন্দ-গান, হস্ত পদে থাক শিকল,
ফুল-বাগিচায় ফুলের মেলা, নাইবা সেথা ফল্‌ল ফল ।

বৃত্ত-ব্যাসে বন্দী তবু মোদের রবির অরুণ রাগ
জয় করেছে যন্ত্রাসুরের মানব-মেধের লক্ষ যাগ ।

ছুট্‌ছে যশের যজ্ঞ-ঘোড়া স্পর্দ্ধা-অধীর বিশ্বময়,
তোমার মাঝে দেখ্‌ব বন্ধু নতুন ক'রে দিগ্বিজয়।

বীণার তারে বিমান-পারের বেতার-বার্ত্তা শুন্‌ছি ঐ,
কণ্ঠে যদি গান থাকে গো পিঞ্জরে কেউ বন্ধ নই।

চলায় তোমার ক্লান্তি ত নাই নিত্য তুমি ভ্রাম্যমান,
তোমার পায়ে নিত্য নূতন দেশান্তরের বাজ্‌বে গান!

বধূর মতন বিধুর হয়ে সুদূর তোমায় দেয় গো ডাক,
তোমার মনের এপার থেকে উঠ্‌ল কেঁদে চক্রবাক!

ধ্যান ভেঙে যায় নবীন যোগী, ওপার পানে চায় নয়ন,
মনের মাণিক খুঁজে ফের বনের মাঝে সর্ব্বখন।

দূর-বিরহী, পার হয়ে যাও সাত সাগরের অশ্রুজল,
আমরা বলি—যাত্রা তোমার সুন্দর হোক, হোক সফল!

কলিকাতা
৪ ফাল্গুন, ১৩৩৩

রক্ত-পতাকার গান

ওড়াও ওড়াও লাল নিশান।
তুলাও মোদেব রক্ত-পতাকা
ভবিয়া বাতাস জুড়ি বিমান!
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান॥

শীতের শ্বাসেরে বিদ্রূপ কবি ফুটে কুসুম,
নব-বসন্ত-সূর্য্য উঠিছে টুটিয়া ঘুম,
অতীতের ঐ দশ সহস্র বছরেরে হান মৃত্যু-বান।
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান॥

চিব-বসন্ত যৌবন করে ধরা শাসন,
নহে পুবাতন দাসত্বেব ঐ বদ্ধ মন,
ওড়াও তবে রে লাল নিশান
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান।
বসন্তেব এই জ্যোতির্ পতাকা ওড়াও ঊর্দ্ধে,
গাহ রে গান
লাল নিশান। লাল নিশান।

কলিকাতা
১ বৈশাখ, ৩৪

অন্তর ন্যাশন্যাল-সঙ্গীত

জাগো—

জাগো অনশন-বন্দী, ওঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত।

যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী,
নব জনম লভি অভিনব ধরণী
ওরে ঐ আগত॥

আদি শৃঙ্খল সনাতন শাস্ত্র আচার
মূল সর্ব্বনাশের, এরে ভাঙিব এবার!
ভেদি দৈত্য-কারা
আয় সর্ব্বহারা!
কেহ রহিবেনা আর পর-পদ-আনত॥

কোরাস :—

নব ভিত্তি পরে
নব নবীন জগৎ হবে উত্থিত রে!
শোন্ অত্যাচারী! শোন্ রে সঞ্চয়ী!
ছিনু সর্ব্বহারা, হব সর্ব্বজয়ী॥

ওরে সর্ব্বশেষের এই সংগ্রাম-মাঝ
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ!
এই "অন্তর-ন্যাশন্যাল-সংহতি" রে
হবে নিখিল-মানব-জাতি সমুদ্ধত॥

কলিকাতা
১ বৈশাখ '৩৪

জাগর তূর্য্য*

ওরে ও শ্রমিক, সব মহিমার উত্তর-অধিকারী!
অলিখিত যত গল্প কাহিনী তোরা যে নায়ক তারি ॥

শক্তিময়ী সে এক জননীর
স্নেহ-সুত সব তোরা যে রে বীর,
পরস্পরের আশা যে রে তোরা, মা'র সন্তাপ-হারী ॥

নিদ্রোত্থিত কেশরীর মত
উঠ্ ঘুম ছাড়ি নব জাগ্রত!
আয় রে অজেয় আয় অগণিত দলে দলে মরুচারী ॥

ঘুম ঘোরে ওরে যত শৃঙ্খল
দেহ মন বেঁধে করেছে বিকল,
ঝেড়ে ফেল্ সব, সমীরে যেমন ঝরায় শিশির বারি।
উহারা ক'জন? তোরা অগণন, সকল শক্তি-ধারী ॥

কলিকাতা,
১লা বৈশাখ, ৩৪

---

* শেলির ভাব অবলম্বনে।

যুগের আলো

নিদ্রা দেবীর মিনার-চূড়ে মুয়াজ্জিনের শুন্‌ছি আরাব,—
পান ক'রে নে প্রাণ-পেয়ালায় যুগের আলোর রৌদ্র-শারাব!
ঊষায় যারা চম্‌কে গেল তরুণ রবির রক্ত-রাগে,
যুগের আলো! তাদের বল, প্রথম উদয় এম্‌নি লাগে!
সাতরঙা ঐ ইন্দ্রধনুর লাল রংটাই দেখ্‌ল যারা,
তাদের গাঁয়ে মেঘ নামায়ে ভুল করেছে বর্ষা-ধারা।
যুগের আলোর রাঙা উদয়, ফাগুন-ফুলের আগুন-শিখা,
সিমন্তে লাল সিঁদুর প'রে আস্‌ছে হেসে জয়ন্তিকা!

ঢাকা,
১৭ই ফাল্গুন, ৩৩

পথের দিশা

চারদিকের এই গুণ্ডা এবং বদ্‌মায়েসির আখ্‌ড়া দিয়ে
রে অগ্রদূত, চল্‌তে কি তুই পার্‌বি আপন প্রাণ বাঁচিয়ে ?
পার্‌বি যেতে ভেদ ক'রে এই বক্র পথের চক্রব্যূহ ?
উঠ্‌বি কি তুই পাষাণ ফুঁড়ে বনস্পতি মহীরুহ ?
আজকে প্রাণের গো-ভাগাড়ে উড়ছে শুধু চিল শকুনি,
এর মাঝে তুই আলোক-শিশু কোন্ অভিযান করবি, শুনি ?
ছুড়ছে পাথর, ছিটায় কাদা, কদর্য্যের এই হোরী-খেলায়
শুভ্র মুখে মাখিয়ে কালি ভোজপুরীদের হট্ট-মেলায়
বাঙ্‌লা দেশও মাত্‌ল কি রে ? তপস্যা তার ভুল্‌ল তরুণ ?
তাড়িখানার চীৎকারে কি নাম্‌ল ধুলায় ইন্দ্র বরুণ ?
ব্যগ্র-পরাণ অগ্র-পথিক, কোন বাণী তোর শুনাতে সাধ ?
মন্ত্র কি তোর শুন্‌তে দেবে নিন্দাবাদীর ঢক্কা-নিনাদ ?

নর্‌নারী আজ কণ্ঠ ফেড়ে কুৎসা-গানের কোরাস্ ধ'রে
ভাবছে তারা সুন্দরেরই জয়ধ্বনি কর্‌ছে জোরে !
এর মাঝে কি খবর পেলি নব-বিপ্লব-ঘোড়সওয়ারী
আস্‌ছে কেহ ? টুট্‌ল তিমির, খুল্‌ল দুয়ার পুব-দুয়ারী ?
ভগবান আজ ভূত হ'ল যে প'ড়ে দশ-চক্র ফেরে,
যবন এবং কাফের মিলে হায় বেচারায় ফির্‌ছে তেড়ে !

বাঁচাতে তাঁয় আসছে কি রে নতুন যুগের মানুষ কেহ
ধূলায় মলিন, রিক্তাভরণ, সিক্ত আঁখি, রক্ত দেহ ?
মসজিদ আর মন্দির ঐ শয়তানদের মন্ত্রণাগার,
রে অগ্রদূত, ভাঙ্‌তে এবার আসছে কি জাঠ কালাপাহাড় ?
জানিস যদি, খবর শোনা বন্ধ খাঁচার ঘেরা টোপে,
উড়ছে আজো ধর্ম্ম ধ্বজা টিকির গিঁঠে দাড়ির ঝোঁপে ?

নিন্দাবাদের বৃন্দাবনে ভেবেছিলাম গাইবনা গান,
থাক্‌তে নারি দেখে শুনে সুন্দরের্ এই হীন অপমান।
ক্রুদ্ধ রোষে, রুদ্ধ ব্যথায় ফোঁপায় প্রাণে ক্ষুব্ধ বাণী,
মাতালদের ঐ ভাটিশালায় নটিনী আজ বীণাপাণি।
জাতির পরাণ-সিন্ধু মথি স্বার্থ-লোভী পিশাচ যারা
সুধার পাত্র লক্ষ্মীলাভের কর্‌ছেছে ভাগ বাঁটোয়ারা,
বিষ যখন আজ উঠ্‌ল শেষে তখন কারুর পাইনে দিশা,
বিষের জ্বালায় বিশ্ব পুড়ে, স্বর্গে তারা মেটান তৃষা।
শ্মশান-শবের ছাইএর গাদায় আজকে রে তাই বেড়াই খুঁজে
ভাঙন দেব আজ ভাঙের নেশায় কোথায় আছে চক্ষু বুঁজে !
রে অগ্রদূত, তরুণ-মনের গহনবনের রে সন্ধানী,
আনিস্ খবর, কোথায় আমার যুগান্তরের খড়্গ পাণি !

কলিকাতা,
১৬ই চৈত্র, ৩৩

যা শত্রু পরে পরে

রাজ্যে যাদের সূর্য্য অস্ত যায় না কখনো, শুনিস্—হায়,
মেরে মেরে যারা ভাবিছে অমর—মরিবেনা কভু মৃত্যু-ঘায়,
তাদের সন্ধ্যা ঐ ঘনায়!
চেয়ে দেখ্ ঐ ধম্র-চূড়
অসন্তোষের মেঘ-গরুড়
সূর্য্য তাদের গ্রাসিল প্রায়!
ডুবেছে যে পথে রোম গ্রীক প্যারী—সেই পথে যায় অস্ত যায়
ওদের সূর্য্য!—দেখবি আয়!

[২]

অর্দ্ধ পৃথিবী জু'ড়ে হাহাকার, মড়ক, বন্যা, মৃত্যুত্রাস,
বিপ্লব, পাপ, অসূয়া, হিংসা, যুদ্ধ, শোষণ রজ্জু পাশ,
আনিল যাদের ক্ষুধিত গ্রাস—
তাদের সে লোভ-বহ্নি শিখ্
জ্বালায়ে জগৎ, দিগ্বিদিক,
ঘিরেছে তাদেরি গৃহ, সাবাস!
যে আগুনে তারা জ্বালাল ধরা তা এনেছে তাদেরি সর্ব্বনাশ!
আপনার গলে আপন ফাঁস!

[৩]

এবার মাথায় দংশেছে সাপে, তাগা আর কোথা বাঁধ্‌বে বল্?
আপনার পোষা নাগিনী তাহার আপনার শিরে দিল ছোবল।
ওঝা ডেকে আর বল্ কি ফল।
ঘরে আজ তার লেগেছে আগুন,
ভাগাড়ে তাহার পড়েছে শগুন,
রে ভারতবাসী চল্‌রে চল্!
এই বেলা সবে ঘর ছেয়ে নেয়, তোরাই ব'সে কি রবি কেবল?
আসে ঘনঘটা ঝড় বাদল!

[৪]

ঘর সাম্‌লে নে এই বেলা তোরা ওরে ও হিন্দু-মুস্‌লেমিন !
আল্লা ও হরি পালিয়ে যাবেনা, সুযোগ পালালে মেলা কঠিন !
ধর্ম্ম কলহ রাখ্‌ দুদিন !
নখ ও দন্ত থাকুক বাঁচিয়া,
গণ্ডূষ ফের করিবি কাঁচিয়া,
আসিবেনা ফিরে এই সুদিন্‌ !
বদ্‌না গাড়ুতে কেন ঠোকাঠুকি, কাছা কোঁচা টেনে শক্তি ক্ষীন,
সিংহ যখন পঙ্ক-লীন !

[৫]

ভায়ে ভায়ে আজ হাতাহাতি ক'রে কাঁচা হাত যদি পাকিয়েছিস,
শত্রু যখন যায় পরে পরে—নিজের গণ্ডা বাগিয়ে নিস্‌ !
ভুলে যা ঘরোয়া দ্বন্দ্ব বিষ।
কলহ করার পাইবি সময়,
এ সুযোগ দাদা হারাবার নয় !
হাতে হাত রাখ্‌, ফেল্‌ হাতিয়ার, ফেলে দে বুকের হিংসা-বিষ !
নব ভারতের এই আশিস্‌ !

[৬]

নারদ নারদ ! জুতো উল্টে দে ! ঝগ্‌ড়েটে ফল খুজিয়া আন্‌ !
নখে নখ বাজা ! এক চোখ দেখা ! ডুকাটি বাজিয়ে লাগাও গান !
শত্রুর ঘরে ঢুকেছে বান !
ঘরে ঘরে তার লেগেছে কাজিয়া,
রথ্‌ টেনে আন্‌ আনরে তাজিয়া,
পূজা দেরে তোরা, দেরে কোরবান !
শত্রুর গোরে গলাগলি কর্‌ আবার হিন্দু-মুসলমান !
বাজাও শঙ্খ, দাও আজান !

কৃষ্ণনগর,
আশ্বিন, ৩৩।

হিন্দু-মুস্‌লিম-যুদ্ধ

মাভৈঃ! মাভৈঃ! এতদিনে বুঝি জাগিল ভারতে প্রাণ।
সজীব হইয়া উঠিয়াছে আজ শ্মশান গোরস্থান।'
ছিল যারা চির-মরণ-আহত,
উঠিয়াছে জাগি ব্যথা-জাগ্রত,
"খালেদ" আবার ধরিয়াছে অসি, অর্জ্জুন ছোঁড়ে বাণ।
জেগেছে ভারত, ধরিয়াছে লাঠি হিন্দু-মুসলমান!

[২]

মরিছে হিন্দু, মরে মুস্‌লিম এ উহার ঘায়ে আজ,
বেঁচে আছে যারা মরিতেছে তারা, এ মরণে নাহি লাজ!
জেগেছে শক্তি তাই হানাহানি,
অস্ত্রে অস্ত্রে নব জানাজানি।
আজি পরীক্ষা—কাহার দস্ত হয়েছে কত দারাজ।
কে মরিবে কা'ল সম্মুখ রণে, মরিতে কা'রা নারাজ।

[৩]

মূর্চ্ছাতুরের কণ্ঠে শুনে যা জীবনের কোলাহল।
উঠিবে অমৃত, দেরী নাই আর, উঠিয়াছে হলাহল!
থামিস্‌নে তোরা, চালা মন্থন!
উঠেছে কাফের উঠেছে যবন,
উঠিবে এবার সত্য হিন্দু মুস্‌লিম মহাবল!
জেগেছিস তোরা, জেগেছে বিধাতা, নড়েছে খোদার কল!

[৪]

আজি ওস্তাদে সাগ্‌রেদে যেন শক্তির পরিচয়।
মেরে মেরে কাল করিতেছে ভীরু ভারতেরে নির্ভয়।
হেরিতেছে কাল,—কব্‌জি কি মুঠি
ঈষৎ আঘাতে পড়ে কিনা টুটি,'
মারিতে মরিতে কে হ'ল যোগ্য, কে করিবে রণ জয়।
এ "মক্ ফাইটে" কোন্ সেনানীর বুদ্ধি হয়নি লয়!

[৫]

ক' ফোঁটা রক্ত দেখিয়া কে বীর টানিতেছে লেপ কাঁথা?
ফেলে রেখে অসি মাখিয়াছে মসী বকিছে প্রলাপ যা তা!
হায় এই সব দুর্ব্বল-চেতা
হবে অনাগত বিপ্লব-নেতা!
ঝড় সাইক্লোনে কি করিবে এরা? ঘূর্ণীতে ঘোরে মাথা!
রক্ত-সিন্ধু সাঁতরিবে কা'রা—করে পরীক্ষা ধাতা!

[৬]

তোদেরি আঘাতে টুটেছে তোদের মন্দির মস্‌জিদ.
পরাধীনদের কলুষিত করে উঠেছিল যার ভিত্!
খোদা খোদ যেন করিতেছে লয়
পরাধীনদের উপাসনালয়!
স্বাধীন হাতের পূত মাটী দিয়া রচিবে বেদী শহীদ।
টুটিয়াছে চূড়া? ওরে ঐ সাথে টুটেছে তোদের নিঁদ!

[৭]

কে কাহারে মারে. ঘোচেনি ধন্দ, টুটেনি অন্ধকার,
জানেনা আঁধারে শত্রু ভাবিয়া আত্মীয়ে হানে মার!
উদিবে অরুণ, ঘুচিবে ধন্দ,
ফুটিবে দৃষ্টি, টুটিবে বন্ধ,
হেরিবে মেরেছে আপনার ভায়ে বন্ধ করিয়া দ্বার।
ভারত-ভাগ্য করেছে আহত ত্রিশূল ও তরবার!

[৮]

যে-লাঠিতে আজ টুটে গুম্বজ পড়ে মন্দির-চূড়া,
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু-দুর্গ গুঁড়া !
প্রভাতে হবেনা ভায়ে ভায়ে রণ,
চিনিবে শত্রু, চিনিবে স্বজন।
করুক কলহ—জেগেছে ত তবু—বিজয়-কেতন উড়া !
ল্যাজে তোর যদি লেগেছে আগুন, স্বর্ণ-লঙ্কা পুড়া !

কৃষ্ণনগর
৯ই আশ্বিন, ১৩৩৩